প্রশ্নবিদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা এবং বইবাণিজ্য

বাংলা বানানের নিয়ম : পূর্বের বানান/বর্তমান বানান : বাড়ী/বাড়ি, গাড়ী/গাড়ি, প্রাণী/প্রাণি, ষ্টেশন/স্টেশন, পোষ্ট অফিস/পোস্ট অফিস, শ্রেণী/শ্রেণি ইত্যাদি,...। এভাবে বহু বানানের পরিবর্তন করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের কারণ কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জানানো হয়নি। যদি কোন শিক্ষার্থী তার শিক্ষককে এই পরিবর্তনের কারণ জানতে চায়, তাহলে ওই শিক্ষক কি উত্তর দেবেন? বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের পরিবর্তন হতেই পারে। তবে ওই পরিবর্তনের যুক্তিসঙ্গত কারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জানানো উচিত বলে মনে করি।

ইংরেজী সাহিত্য (১ম পত্র) : সৃজনশীল পদ্ধতিতে বইগুলো লেখা এবং গাইড বইতে যেভাবে প্রশ্ন ও উত্তর দেয়া আছে ঠিক সেভাবেই এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত অধিকাংশ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা গাইড বই নির্ভর হয়ে পড়ছে। বর্তমানে ৩য় শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত গাইড বইতে পুস্তক ব্যবসায়ীদের দোকান ভরপুর। এগুলো দেখার কেউ নেই।

ইংরেজী গ্রামাপর (২য় পত্র) : বর্তমানে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত যে ইংরেজী গ্রামার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও বিনামূল্যে বিতরণকৃত, তা সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ ৯৯% মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় না। এ ব্যাপারে সরকারের জানা আছে কিনা- জানি না। তবে ওই বইগুলো ইংরেজী মাধ্যমে মুদ্রিত, যার মধ্যে একটা Translationও নেই। যাদের মাতৃভাষা ইংরেজী অথবা যারা ইংরেজী মাধ্যমে পরিচালিত বিদ্যালয়ে লেখাপড়া, করে তাদের পক্ষেই ওই গ্রামার বই পড়া সম্ভব। পক্ষান্তরে, বাংলা মাধ্যমের

বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পক্ষে ইংরেজী মাধ্যমে গ্রামার বই পড়া সম্ভব কিনা, তা জানা নেই। দ্বিতীয়ত: ইংরেজী মাধ্যমে পড়াতে হলে ইংরেজী মাধ্যমে পাস করা শিক্ষক দরকার, যা কিনা ৯৯.৯৯% বিদ্যালয়ে নেই। কাজেই প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'পাবলিশারের' গ্রামার বই পড়ানো হয়। ফলে, সরকারের দেয়া কোটি কোটি টাকার গ্রামার বই অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকে আর বাজারের ঠোংগা তৈরির কাজে লাগে।

গণিত : ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণীর গণিত বইতে সেট, পরিসংখ্যান ইত্যাদি অঙ্ক ঢোকানো হয়েছে। এ সমস্ত অঙ্ক শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত জীবনে কি কাজে লাগবে? তাছাড়া, ৯ম-১০ম শ্রেণীর গণিত বইতে লগ ও (থেটা)-র অংশ ঢোকানো হয়েছে, যা নাকি বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পাটিগণিতের অঙ্ক নেই বললেই চলে। ২/১ প্রশ্নমালা যা আছে, তাও বীজগণিতের নিয়মে করতে হয়। এ সমস্ত কারণে শিক্ষার্থী গাইড বই নির্ভর হয়ে পড়ছে।

সরকারীভাবে শিক্ষক নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের বদলির ব্যবস্থাও বিবেচনায় থাকা আবশ্যক। আমাদের মনে রাখতে হবে, পাসের হার বাড়লেই শিক্ষার মান বাড়ে না। আশা করি বিষয়গুলো বিবেচনা করে সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

মোঃ আক্কাছ আলী মোল্লা
রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী